R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSL—1

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ
২৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১২ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯১ সাল
২৮শে নভেম্বর, ১৯৮৪ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ সডাক

'আমার মেয়েকে ওরা পুড়িয়ে মেরেছে'

বিশেষ সংবাদদাতা : সাগরদীঘির ভূমিহর গ্রামের মেয়ে রত্না মণ্ডলকে কান্দীতে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন নিষ্ঠুরভাবে পুড়িয়ে হত্যা করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে কান্দী ও জেলা পুলিশ প্রশাসন যথাযথভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে। রত্নার বাড়ির লোকজনদের ভয় দেখিয়ে এই অভিযোগ তুলিয়ে নেওয়ারও চেষ্টা করা হচ্ছে। নিহত রত্নার বাবা ভূপেন্দ্র মণ্ডলের নিরাপত্তাও বিপন্ন। ভূপেনবাবু এ সম্পর্কে পূর্ণাংগ তদন্তের দাবী করে মামলাটি কান্দী থেকে বহরমপুরে স্থানান্তরিত করার আর্জি জানিয়েছেন। এই মামলার তদন্তকারী অফিসার কান্দী থানার সাব-ইনস্পেকটর শম্ভুনাথ চাটখণ্ডীর ভূমিকা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। শ্রীচাটখণ্ডী এই হত্যা মামলা সম্পর্কে প্রথম থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেননি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ২০ নভেম্বর মহাকরণে স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে দেখা করে ভূপেনবাবু তাঁর সব অভিযোগ জানিয়েছেন। স্বরাষ্ট্র সচিব এই সব অভিযোগের ভিত্তিতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

রত্নার জন্ম সাগরদীঘি থানার ভূমিহর গ্রামে। প্রায় ১৩ বছর আগে ছাতমা কান্দী হাই স্কুলের শিক্ষক অরুণ ঘোষের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। এই বিয়েতে সোনাদানাসহ যথারীতি পণও দেন ভূপেনবাবু। কিন্তু, ভূপেনবাবুর অভিযোগ, বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই স্বামী, শাশুড়ী ও শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য লোকজন রত্নার উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করেন। হরহামেশায় তাকে প্রহার করা হয়। শ্বশুর বাড়ির লোকজন প্রায় সকলেই নাকি মদ্যপায়ী এবং সমাজবিরোধী। ভূপেনবাবু জানান, এই অবস্থায় তাঁর মেয়ের জীবন সংশয় হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে রত্নার দুটি মেয়েও হয়। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা বিন্দুমাত্র কমেনি। মৌখিকভাবে এবং একাধিক চিঠিতে রত্না এই সব অত্যাচারের কথা বাবা, মা ও অন্যান্য পরিজনদের জানায়। অবশেষে সব নির্যাতনের অবসান ঘটে ২০ সেপ্টেম্বর রাত্রে। ওই দিনই রাত্রি ২টো নাগাদ কান্দী হাসপাতালে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় রত্নার মৃত্যু হয়। ভূপেনবাবু পরদিন সকালে খবর পেয়ে কান্দীতে ছুটে যান। সেখানে মৃত রত্নাকে দেখে এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজনের আচরণে ভূপেনবাবুর মনে সন্দেহ দেখা দেয়। সেই সন্দেহের কথা সেখানে প্রকাশ করতেই জনকয় সশস্ত্র মাস্তানকে নিয়ে রত্নার দেবরেরা ভূপেনবাবুকে ঘিরে ধরেন। ভয় দেখিয়ে কান্দী থানায় নিয়ে গিয়ে 'মৃত্যু সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই' এই মর্মে লিখিত জবানবন্দী দিতে বাধ্য করেন। পরে ভূপেনবাবু ভূমিহরে নিজের গ্রামে ফিরে এসে এ সম্পর্কে একাধিক অভিযোগ পেশ করে রত্নার মৃত্যুর পূর্ণাংগ তদন্ত দাবী (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর আসনে প্রার্থী হোলেন ৯ জন, জেলায় ২৩

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : বহু রথী-মহারথীর বিরোধীতা মাথায় নিয়ে শেষ পর্যন্ত মহঃ সোহরাব কংগ্রেস-ই দলের মনোনয়ন পেয়ে জঙ্গিপুর কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ওই দলের তরফে মুরশিদাবাদে আজিজুর রহমান এবং বহরমপুরে অতীশ সিংহও তাঁদের মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। মনোনয়ন পত্রগুলি যথারীতি পরীক্ষার পর জেলার ৩ কেন্দ্রে মোট প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩ জন। ক্রমানুসারে এই সংখ্যা মুরশিদাবাদে ৮, বহরমপুরে ৬ এবং জঙ্গিপুরে ৯ জন। জঙ্গিপুর আসনটিতে ৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন নির্দল। ওই নির্দলদের মধ্যে রয়েছেন বিদ্রোহী কংগ্রেস প্রার্থী দিলীপ সিংহও। অন্য দুই নির্দলীয় প্রার্থী হোলেন মৃণাল ঘোষ এবং আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া অবশিষ্ট ৬ জন হোলেন দলীয় প্রার্থী। দলওয়ারী তাঁরা হোলেন জয়নাল আবেদীন (সি পি এম), মহঃ সোহরাব (কং-ই) আব্দুস সঈদ (এস ইউ সি), অনিমা বসু (বি জে পি), জিয়াউর হক (মুঃ লীগ) এবং এস, প্রামাণিক (সঞ্জয় বিচার মঞ্চ)। প্রায় সকলেই এই মহকুমার বাসিন্দা। একমাত্র বি জে পির মহিলা প্রার্থী অনিমা দেবীর বাড়ি দমদমে। সেখানে তিনি একটি স্কুলের শিক্ষিকা। রাজনৈতিক মহলের খবর, এই প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা জঙ্গিপুরে শেষ পর্যন্ত একটি কমে ৮-এ দাঁড়াতে পারে।

ফ্রন্ট শরিকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

রঘুনাথগঞ্জ : বামফ্রন্টের এক শরিক দল সমাজবিরোধীদের মদত দিচ্ছে বলে জঙ্গিপুর কলেজ ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে এক লিখিত বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে। ওই বিবৃতিতে পরিষদের সভাপতি অভিযোগ করেছেন, গত ২৩ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ থানার এক-জন এ এস আই স্থানীয় সিনেমা হলের কাছে বিভিন্ন কেসে জড়িত এক কুখ্যাত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তির জনকয় সাকরেদ ওই এ এস আই -এর উপর চড়াও হয়। পুলিশের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে তাঁরা থানায় এসে ওই কুখ্যাত সমাজবিরোধীকে আটক করার প্রতিবাদ জানান। বামফ্রন্টের একটি শরিক (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গ্রামে অশান্তি, লুঠপাট, বোমাবাজী, গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার চুয়াডাঙ্গা গ্রামে গত কয়েকদিন ধরে দুটি দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এই সংঘর্ষে ব্যাপক বোমাবাজী ও লুঠপাট চলে। পুলিশ এ ব্যাপারে উভয়-পক্ষের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এই সংঘর্ষে আহত ৪ জনকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কালীপূজো ও তার সম্পত্তির ভোগদখল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামে দুটি দলের মধ্যে বিরোধ চলছে। এ নিয়ে একাধিকবার অশান্তিও ঘটেছে। এই অশান্তিতে পুলিশও তিতি বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৯১ সাল।

॥ আগত ঐ ॥

অষ্টম লোকসভা নির্বাচনের ডাক পড়িয়াছে। অবশ্য নির্বাচনী-সংগ্রামের দামামা ব্যাপকভাবে না বাজিলেও কোথাও বা মহড়া শুরু হইয়াছে, কোথাও বা বাদ্যযন্ত্রে টানা দেওয়া হইতেছে। সকল দলই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রস্তুত যোদ্ধবৃন্দ সজ্জিত হইতেছেন। স্বেচ্ছা-সেবক, পুস্তিকা, প্রচারপত্র, দেওয়াল লিখন ইত্যাদির ব্যবস্থা হইতেছে। কোন কোন রাজনৈতিক দল প্রচারপত্র বিলি শুরু করিয়া-ছেন। নির্বাচনী সঙ্গীত, নির্বাচনী নাটক এই সবেরও আয়োজন হইতেছে। গাড়ীর মাইকের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হইয়া গিয়াছে। দল বিশেষের ছোটখাট সভাও হইতেছে। অল্প দিনের মধ্যেই বৃহৎ আকারে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হইবে

নির্বাচন আসিতে আর এক মাস বাকী। আমাদের এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত দেখা যাইতেছে যে, কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল প্রার্থী-মনোনয়নের চূড়ান্ত তালিকা এখনও তৈয়ারী করিতে পারেন নাই। তবে ইহা যে আর বিলম্বিত হইবে না তাহাও নিশ্চিত। নানা শিবিরের রণকৌশল অপেক্ষমাণ।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন দল শাসনকালে কতটা সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, মানুষকে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কতটা স্বাচ্ছন্দ্যদান করিতে পারিয়াছেন—এই ফিরিস্তি দিয়া জনগণের কাছে আবেদন করিয়াছেন। আবেদনে কেন্দ্রের শাসক দলের দোষ-ত্রুটিও দেখান হইয়াছে। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বক্তব্য রাখিবার পুরাপুরি আয়োজন এবং জনগণের সমর্থন আদায় করিবার সার্বিক প্রচেষ্টা দিন-কয়েকের ভিতরেই শুরু হইবে।

অতঃপর প্রার্থীরা নিজে কিংবা প্রার্থীদের হইয়া সমর্থনকারীরা প্রার্থীর তথা দলের ভাবমূর্তি জনগণের সামনে তুলিয়া ধরিবেন। প্রচুর বাগ্‌জাল মাইকযোগে শ্রুত হইবে। সম্ভবমত গণসংযোগ চলিবে। সভা-সমিতি, বক্তৃতা, প্রচারপত্র, পুস্তিকা, দেওয়াল লিখন, বাড়ি বাড়ি গিয়া আবেদন—সমস্ত পালা সাঙ্গ হইলে জনগণের রায় মিলিবে। সচেতন ভোটদাতারা সকল পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া আপন বিচারবোধমত ভোট প্রদান করিবেন। একপক্ষ অন্যপক্ষের উপর দোষারোপ করিয়া নিজ যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে নিশ্চয়ই প্রয়াসী হইবেন। তবে তাহাতে কুৎসা না থাকে, বৈরিতা প্রকাশ না পায়, ইহাই কাম্য। ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন একান্ত বাঞ্ছনীয়। গণতন্ত্রের সুস্থ রূপদান প্রতিটি নাগরিকের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

রিক্সাভাড়া ও জুলুম

আপনার পত্রিকার ১৪ নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত "রিক্সাচালকদের জুলুম বন্ধে পুলিশ ও পুরসভার নিস্ক্রিয় শীর্ষক" সংবাদে যে ভাবে পুর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মানহানিকর উক্তি করা হয়েছে তাতে পুর প্রশাসনের পক্ষে ঐ সমস্ত অসাংবিধানিক উক্তির প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি। পত্রিকার অভিযোগগুলি সত্য ধরে নিলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ সম্বন্ধে একটিও মৌখিক বা লিখিত অভিযোগ আজও পুর ভবনে কিংবা চেয়ারম্যানের নিকটে আসেনি। যাই হোক তবুও আমি পুরসভার পক্ষে জনসাধারণকে জানাচ্ছি তাঁরা যেন পুরসভার নির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী ভাড়ার বেশী কোন মতেই রিক্সা চালকদের না দেন। এবং এই সম্বন্ধে কোন প্রকার জুলুম এবং অভদ্র আচরণ করলে সাথে সাথে সেই রিক্সার নম্বরসহ স্থানীয় পুরসভায় অভিযোগ পেশ করেন। তাহলে আমাদের পক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে, অন্যথায় জুলুমবাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে কি ভাবে? আপনি পুরসভার বিরুদ্ধে লিখেছেন "অকর্ম্মণ্য জঙ্গীপুর পুরসভা"। এই পুরসভা সত্যই অকর্ম্মণ্য, কেননা বর্ত্তমানে রাস্তা ঘাটে নিয়মিত ঝাঁট পরে এবং ড্রেনগুলি নিয়মিতভাবে পরিষ্কার হয়। অনেক চেষ্টা করে এই পুর-সভায় জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য জল ট্যাংকের কর্ম্মসূচী প্রায় সফল হতে চলেছে। এনকেফেলাইটিস রোগ যাতে বিস্তার করতে না পারে তার উদ্দেশ্যে জেলা কর্তৃপক্ষের আহ্বানে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাবসহ স্বাস্থ্য প্রতিনিধি এই পুরসভা পাঠিয়েছিলেন। অথচ অনেক পুরসভা প্রতিনিধি পাঠানোর প্রয়োজনও বোধ করেননি। আমাদের পুরসভা এনকে-ফেলাইটিস প্রতিরোধে ডি ডি টি ছড়ানোর কর্ম্মসূচী নিয়েছেন এবং রোগ কোন কারণেই যাতে বিস্তার লাভ না করে তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন। তবুও আত্মপ্রচারে বিরত থেকে, আমার অনুরোধ, আপনার পত্রিকা মারফৎ যদি রিক্সাচালকদের জুলুমবাজী দূরী-করণে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেই বক্তব্য রাখেন তবে পুরসভা দৃঢ়ভাবে সেই সকল ব্যবস্থা কার্য্যকরী করতে ব্যবস্থা নেবে। তবে তার পূর্ব্বে আমি বলতে চাই—নাগরিকগণ যদি নিজেদের রিক্সাচালকদের অপেক্ষা দুর্ব্বল ভেবে পশ্চাৎ অপসরণ করেন তবে পুরসভার পক্ষে সেই জুলুমবাজী উচ্ছেদ করা খুবই দুরূহ। পুরসভার প্রকৃত শক্তি সৎ, বীর্যবান নাগরিক। তাহাদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে পুরসভার পক্ষে কোন বিষয়ে সুষ্ঠু সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। পরিশেষে আমার বিনীত নিবেদন পত্রিকার পক্ষে ভদ্রতা ও শালীনতা নিশ্চয়ই আশা করা অন্যায় নয় এবং আশা করব পত্রিকা সম্পাদক নিশ্চয়ই বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভব্যতা ও শালীনতার সীমা পার যেন না হন।

জঙ্গিপুর পুরসভার পক্ষে
পরমেশ পাণ্ডে

[সম্পাদকের বক্তব্য : রিক্সাচালকদের জুলুম-বাজীর খবরটি সাধারণ মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিবেদন। সংবাদের কোথাও বিন্দুমাত্র শালীনতা, ভদ্রতা বা ভব্যতা লংঘিত হয়নি। পরমেশবাবু এর অভাব দেখলেন কোথায়? পুরসভা অভিযোগ পাননি, তাঁর এ বক্তব্যও ঠিক নয়। পত্রিকা পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট মাত্রায় ওয়াকিবহাল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত অভিযোগ ও খবরা খবর পরবর্ত্তীতে প্রকাশ করা হবে। ওই সব খবরাখবর থেকেই বোঝা যাবে বর্ত্তমান পুরসভা কতটা কর্মিষ্ঠ। সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ]

নির্বাচনী ভাবনা

ঠাকুরদাস শর্ম্মা

লোকসভার প্রতিনিধি নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর ভোটদানের দিন। রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের মধ্যে ব্যস্ততা অনুভূত হচ্ছে। যতদিন যাচ্ছে তত সভা-সমিতি, দেওয়াল লিখন ব্যক্তিগত ও দলগত বৈঠক গ্রামেগঞ্জে শহরতলিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আপন দলের প্রতিনিধিদের সমর্থনে নিত্যনিয়ত সংঘটিত হয়ে চলেছে। এই ডামাডোলের মাঝে ভোট পর্ব প্রত্যেক বারের মত এবারেও সমাপ্ত হবে। তারপর শুরু হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারা মন্ত্রীসভা গঠনের পালা।

স্বাধীনোত্তর সাঁইত্রিশ বছরের শেষ প্রান্তে এসেও আমরা যে খুব বেশী আমাদের ভোটা-ধিকার সম্বন্ধে সজাগ হয়েছি তা ধারণা করবার খুব একটা লক্ষণ দেখা যায়নি আজও। "Adult franchise" বা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আজও খুব স্বচ্ছ নয়। Adult কথাটি ইংরাজী, এর বাংলা প্রতিশব্দ ধরা হয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক। কিন্তু মনে হয় কথাটা হওয়া উচিত সাবালকের ভোটাধিকার। সাবালক শব্দে যে মানুষের চিন্তাধারা উন্নত মানে পৌঁচেছে, তাই হওয়াই উচিত। আমাদের দেশে (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নির্ব্বাচনী ভাবনা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বয়স বাড়ে কিন্তু সেই অনুপাতে চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে সঠিক পরিবর্ত্তন আসে কি ? আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে সঠিক শিক্ষা বিস্তারে তেমন কোন উন্নতিতো দূরের কথা আমার পরিচয় প্রাপ্ত মানুষের সংখ্যাও খুব বেশী নয়। ফলে এদেশের মানুষ স্বাধিকার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার মত সাবালকত্ব প্রাপ্ত হতে এখনও অনেক দেরী। সে কারণেই প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার-এর দ্বারা নির্বাচন এদেশে প্রহসনেরই নামান্তর। শতকরা আশিজন মানুষ বাস করে দারিদ্র সীমার নীচে। ফলে তারা দিনান্তে কোনরূপে দুটো ভাত আর পরিধেয় বস্ত্রের সংগ্রহ করতে পারলেই ভাগ্যকে, ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়। সে অবস্থায় বাসকারী জনতার অধিকার অনায়াসেই ক্রয় করা যায় যে কোন অর্থ মূল্যে। তারা কোন সচেতনতার ধার ধারে না, তারা জানে তাদের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে রুজি রোজগারের একটা সহজ সুযোগ আসে ভোটের সময়ে। এই সময়ে বেশ কিছু কাঁচা টাকা আকাশে বাতাসে উড়ে বেড়ায় সেটুকুকে কুড়িয়ে নিয়ে দুদিন সুখে থাকার অধিকার তারা অর্জন করে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। কোথায় কে প্রশাসন করায়ত্ত করলো না করলো তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। তাই এই সংখ্যা গরিষ্ঠ জন গণেশের মধ্যে যতদিন না সঠিক শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে, তাদের মধ্যে চেতনাবোধ জাগ্রত করে, সমাজে ও রাষ্ট্রে তাদের সঠিক অবস্থান ও অধিকার এর জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে পারা যাবে ততদিন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন শুধুমাত্র eye wash ছাড়া আর কিছুই নয়।

যদিও উপরিউক্ত কথাগুলি খুবই সত্য তবু নির্বাচন হবে এবং হওয়াও উচিৎ। কেননা দেশতো প্রশাসনিক কর্তব্য ব্যতিরেকে শাসিত হওয়া সম্ভব নয়। এই পদ্ধতিও সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। সে ক্ষেত্রে দেশের শিক্ষিত ও রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীদের দায়দায়িত্ব রয়েছে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে চেতনাবোধকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার। নির্বাচনের প্রাক্কালে জনতার সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ঘটে সর্বাধিক। এই সময়টিকে কাজে লাগিয়ে তাদিকে শুধুমাত্র আপন প্রতিনিধিকে ভোট দিতে প্রলুব্ধ না করে যদি সঠিক বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেওয়া যায় (১) কি তাদের অবস্থান এই সমাজ ব্যবস্থায়। (২) সমাজের, দেশের সম্পদে তাদের সমানাধিকারের সর্ত্ত। (৩) সেই অধিকার অর্জিত করতে হলে তাদের কর্তব্য। (৪) তারা কিভাবে এবং কেন প্রতারিত হচ্ছে। তাহলে এই মুহূর্ত্তে হয়তো কোন সুফল পাওয়া যাবে না এটা সঠিক, কিন্তু তাদের মনের মধ্যে এই চিন্তার ধারাগুলি ধীরে ধীরে আলোড়িত হ'তে হ'তে একদিন তাদের চেতনাবোধকে জাগ্রত করে অধিকার অর্জনে উদ্বুদ্ধ করবেই। সেদিন সেই জাগ্রত চেতনা আর অর্গলবদ্ধ করে রাখা বা বিপথগামী করা কারও বা কোন দলের সাধ্য রইবে না। সেদিন তারা সঠিকভাবেই চিনে নিতে পারবে শত্রু বা মিত্রকে। সেদিন আর সম্ভব হবে না এত ঢক্কা-নিনাদে, প্রচারে বিভ্রান্ত করা এই জনগণেশকে। যেদিন এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হবে, যেদিন জেগে উঠবে স্বাধিকার অর্জনের চেতনা, সেদিন মোহের বাঁশি বাজিয়েও আর রোধ করা যাবে না তার গতি। সে কারণে নির্বাচনের লগ্নে শুধু ব্যক্তি বা দলকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন যারা দেখছেন দেখুন, রাজনীতি সচেতন, সমাজ সচেতন সকলকেই প্রতিজ্ঞা নিতে হবে শতকরা আশিভাগ এই মানুষগুলি যাদের বিবেককে মোহগ্রস্ত করে সহজেই কিনে নিয়ে ক্রীতদাস বানানো যায়, তাদের মধ্যে আত্ম অধিকারের ভাবধারাকে জাগিয়ে তুলে আত্মসচেতন করে তোলার। না হলে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই Adult franchise বা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রয়োগের সর্ত্ত সাপেক্ষ নির্বাচন, প্রহসন হয়েই থাকবে।

অভিনন্দন

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ নিমাইসাধন বসু বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিযুক্ত হওয়ায় আমরা বিশেষ আনন্দিত। ডঃ বসু একজন বিদগ্ধ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁর সুপরিচালনায় বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য রক্ষিত হবে, এই আশা করছি। ডঃ বসুকে আমাদের হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(সঃ অঃ সঃ)

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত পাইকর আলোড়ন ক্লাবের পরিচালনায় বাণী ঘোষ ও সেখ আশীরুদ্দিন স্মৃতি শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অগ্রিফৌজ ক্লাব সম্মতিনগর স্পোর্টিং ক্লাবকে ২—১ গোলে পরাজিত করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, সভাপতি ও বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় চুনী গোস্বামী, রামপুরহাটের এস ডি ও হেম পাণ্ডে ও যুগ্ম পুলিশ কমিশনার স্বরূপ মুখার্জী। চুনী গোস্বামীর নির্বাচনে "ম্যান অফ্ দ্য ম্যাচ" নির্বাচিত হন অগ্রিফৌজের গৌরী প্রসাদ সরকার।

পাত্র চাই

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, হায়ার সেকেণ্ডারী উত্তীর্ণা, বয়স ২৬/২৭, ছিপছিপে গড়ন, সুন্দরী বৈশ্য সাহা বংশীয় পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। রঘুনাথগঞ্জ শহরে প্রধান রাস্তার ওপরে পাকা বসত বাটী এবং শহর সন্নিকটস্থ চার বিঘা ফসলী জমিসহ সাধ্যমত যৌতুক। পাত্র শিক্ষিত, উদারমনোভাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। ভিন্নবর্ণেও আপত্তি নেই।

সন্ধান করুন
সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
C/o সুস্থতা, রঘুনাথগঞ্জ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

দুইটি সন্তানের জন্ম সময়ের মধ্যে
তিন বছরের ব্যবধান রাখুন
যে কোন একটি পদ্ধতি বেছে নিন

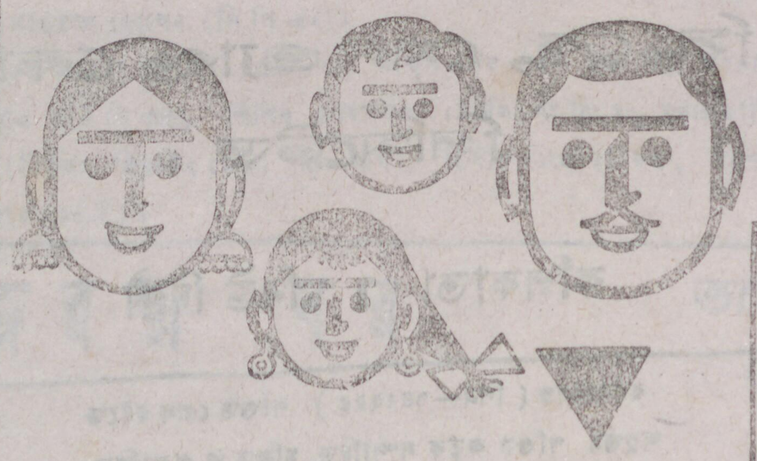

নিরোধ কপার টি খাবার বড়ি

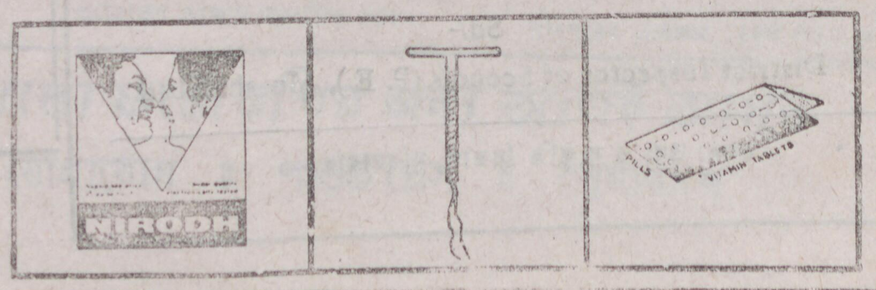

84/135

পুড়িয়ে মেরেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে আবেদন করেছেন। জানা গেছে এই মৃত্যু সম্পর্কে কান্দী থানায় একটি অভিযোগও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কান্দীর এস ডি পিও স্বয়ং বহরমপুর থানায় অভিযোগকারীদের জবানবন্দীও গ্রহণ করেছেন। কান্দী থানার তদন্তকারী অফিসার শম্ভুনাথ চাটখণ্ডীর কাছ থেকেও এই মামলা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ভূপেনবাবুর অভিযোগ, তবু তাঁর আশংকা রত্নার শ্বশুরবাড়ির লোকজন অর্থ ঢেলে ও প্রভাব খাটিয়ে এই মামলাকে প্রভাবান্বিত করতে পারেন। কারণ তাঁরা একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক এবং অত্যন্ত বিত্তশালী। তাঁর আশঙ্কার কথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছেও লিখিতভাবে জানিয়ে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছেন রত্নার মা রাজলক্ষ্মী মণ্ডল। জানা গেছে মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত বিষয়টি জেলার পুলিশ সুপারকে তদন্ত করে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় দুটি গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা নিয়ে সোরগোল উঠল। এবং দুটি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রীয়তা লক্ষ্য করার মত। এর আগে ফরাক্কায় গৃহবধূ সুনন্দাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ওঠে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। সেক্ষেত্রে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয় নি। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকাতেও বিস্তর খবরাখবর বেরোয়। এবং শেষ পর্যন্ত অবশ্য আদালতের নির্দেশে সুনন্দার স্বামীকে স্ত্রী হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

গুরুতর অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দলের নেতারাও থানায় ছুটে যান। শেষে রাত্রি নাগাদ ওসি'র নির্দেশে ওই সমাজ বিরোধীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ধৃত ব্যক্তিসহ অন্যান্যরা উক্ত রাজনৈতিক দলের পক্ষে নির্বাচনী শ্লোগান দিতে দিতে চলে যান। সভাপতি স্বাক্ষরিত এই বিবৃতিতে প্রকাশ্যে সমাজ বিরোধীদের এইভাবে সমর্থনকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে।

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এস, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

TENDER NOTICE NO. I

Sealed tenders are invited quoting rate for sale of obsolete Text Books lying in the 26 Block Go-downs of the district of Murshidabad from traders.

The date of receiving the tenders is 4. 12. 84 upto 11-30 A. M and the tenders will be opened on the same date.

Detailed information and the tender from including service schedule may be had from the Office of the District Inspector of Schools (Pry. Edn.), Murshidabad on all working days between 12 Noon to 3 p. m. upto 3. 12. 84.

Sd/-
Dist. Inspector of Schools,
Murshidabad (Primary Education)

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

TENDER NOTICE NO. 2

Sealed tenders are invited quoting rates per K. M. for carrying Nationalised Text Books from go-downs at Berhampore to 26 Block Go-downs of the district of Murshidabad by Truck from carrying contractors.

The date of receiving the tenders is 4. 12 84 upto 2-30 P. M. and the tenders will be opened on the same date.

Detailed information and the tenders from including service schedule may be had from the office of the District Inspector of Schools (P. E.), Murshidabad on all working days between 12 Noon to 3 P. M. upto 3. 12. 84.

Sd/-
District Inspector of Scoools (P. E), Murshidabad.

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের
জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার
এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।